শিক্ষা

ড. ইশা মোহাম্মদ

জাতীয় শিক্ষানীতি ও জনআকাঙ্ক্ষা

দেশে বেশ কয়েকবার শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি অদ্যাবধি নির্মিত হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটা হয়েছে। সেটি কোনদিনই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠেনি। জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্কই নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট যেটি সংবিধানসম্মত, সেটি কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ম্যান্ডেট। কিন্তু রহস্যপূর্ণ কোন অজ্ঞাত কারণে সে অ্যাক্ট অবহেলিত ছিল। একটি মহলবিশেষের কারসাজিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি হয়ে উঠেছিল নিছক তদারককারী প্রতিষ্ঠান। এটি জাতির মানস কিংবা গণমানসের প্রত্যাশা ছিল না। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নিজেও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার আগেই সম্ভবত ২০০৭ সালের কোন এক সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ও অসঙ্গত আচার-ব্যবহার নিয়ে লিখেছিলেন। পত্রিকান্তরে তা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি যথাযথ ব্যবস্থাই নিয়েছেন। এটিকে এখন একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাকে এবং একই সঙ্গে তার সরকার এবং সরকার প্রধানকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো যায়। এজন্য যে, তারা দেশ ও জাতির সম্পদের অপচয় রোধকল্পে জাতির জন্য শুভ ও কল্যাণকর পদক্ষেপ নিয়েছেন। বাংলাদেশের দরিদ্র জনসাধারণ তাদের অতিকষ্টে উপার্জিত টাকা অযথা ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছিল। বিশেষ করে যাতায়াত এবং ঢাকায় থাকা-খাওয়ার খরচ এত বেশি যে, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা না খেয়ে লাইন দিত তাদের মার্কশিট-সার্টিফিকেটের জন্য। আওয়ামী লীগের গেল টার্মে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে অফিসিয়াল কাজকর্ম পরিচালনা করা। ঘরদুয়ার ঠিকঠাক করাও হয়েছিল। পরবর্তী সরকার অজ্ঞাত কারণে বিভাগীয় কার্যালয় বাতিল করে দেয়। ফলে দুর্ভোগের লাঘব হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাও অংকুরেই বিনষ্ট হয়। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করে যে কলেজগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করা হচ্ছে তাকে স্বাগত জানানো যায়। তবে এ ক্ষেত্রেও এক ধরনের কেন্দ্রিকতা বর্তমান থাকছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কয়েকটি বেশ নতুন। কিন্তু নতুন হলেও অচিরেই এগুলো মহীরুহ হয়ে উঠবে। বিকেন্দ্রীকরণের দিকটি বিবেচনায় নিলে আমার মনে হয়, দেশের সবক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কেই সম্পৃক্ত করা উচিত। শুধু তাই নয়, যেসব এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় এই মুহূর্তে প্রয়োজন, সেসব এলাকায় স্থানিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার সন্নিকটের কলেজগুলোকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা উচিত। এর ফলে স্থায়ী বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ই নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় করতে পারবে। ফলে ওই সব প্রান্তিক বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারি ব্যয় অনেক কমে যাবে। মনে রাখতে হবে, সরকার চিরদিন শিক্ষা খাতে ব্যয়ের গুরুভার বহন করতে পারবে না। অবশ্যই শিক্ষা ব্যয়ের একাংশ কমিউনিটিকে বহন করতে হবে। সরকার চাইলেই একদিনে 'ব্যয়' প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। ক্রমান্বয়ে কমিউনিটিকে ব্যয় বহন ক্ষমতা অর্জন করিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় খুবই কম। তাছাড়া অঞ্চলভিত্তিক এবং স্থানিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতেই হবে। বিশাল জনসংখ্যাকে কর্মের যোগ্য করে না তুলতে পারলে জনসংখ্যা জাতির বার্ডেন হয়ে যেতে পারে। সিদ্ধান্ত নিতে সময় যত যাবে, সমস্যা ততই বাড়বে। তাই সরকারের প্রথম বয়সেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। নইলে পরে সামলাতে পারবে না।

ঘোষিত নীতিমালা মোতাবেক ছয়টি বিভাগীয় পর্যায়ের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধে গুরুভার চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে কিনা তা-ও ভেবে দেখা দরকার। ভালো হতো যদি ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং প্রাঙ্গণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেত। এক্ষেত্রে একজন প্রোভিসি ছাড়া অতিরিক্ত কোন ব্যয়ই হতো না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ম্যানপাওয়ার সমানভাবে ভাগ করে ওইসব স্থানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কার্যালয়ে বিন্যস্ত করা যেত। তাহলে এদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রোভিসি নিজ দায়িত্বে কাজ করে প্রতিষ্ঠিত সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত চাপ কমাতে পারতেন। এমনিতেই ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝামেলার অন্ত নেই। তার ওপর অতিরিক্ত ঝামেলা চাপানো ঠিক হবে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। যেটি প্রয়োজন তা হল, ঐতিহ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রজ্ঞা জাতির প্রয়োজনে ব্যবহার করা। তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার ব্যবহার নিশ্চিত হলেই কেবল কলেজগুলোর শিক্ষার মান উন্নত হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে, কেবল মাতব্বরির জন্য কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত করা হচ্ছে না। কলেজ শিক্ষার মানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের সমতুল্য করাই মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে এটিও বুঝতে হবে, কেবল শিক্ষিত বেকার তৈরি করাও সরকার কিংবা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। বিশাল কর্মী বাহিনী তৈরি করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। জাতীয়ভাবে সনদপ্রাপ্তরা যাতে দেশে-বিদেশে কর্মী হিসেবে আয়-উপার্জন করে মেধাশ্রমিক হিসেবে বেঁচে-বর্তে থেকে দেশের জন্য সুনাম ও সম্পদ অর্জন করতে পারে সেটাও দেখতে হবে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে, অবশ্যই জাতীয়ভাবে কারিকুলাম তৈরি করতে হবে। ওই বিশেষ জাতীয় কারিকুলাম বর্তমানে কোন ঐতিহ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। স্থানিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সহায়তা নিয়ে বিশেষ কারিকুলাম তৈরি করতে পারে। যেমন আইটি খাতের কথা বলা যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন কারিকুলাম নেই। ল্যাবরেটরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে বিশেষ বিশেষ কারিকুলাম তৈরি করে পরবর্তী পর্যায়ে কলেজগুলোতে ডিসিমিনেট করতে পারে। ঐতিহ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এ জাতীয় এক্সপেরিমেন্টে অংশ নিতে পারে। এখন প্রয়োজন বিশ্বাস ও উদ্যোগ। বিশ্বাস করতে হবে যে, জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষানীতির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এবং উদ্যোগ নিতে হবে, ওই ভূমিকাকে নিশ্চিত করা। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে দেয়া রোধ যেমন করতে হবে, তেমনি ত্যাগ স্বীকার করে হলেও নতুন আঙ্গিকের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন বলা যায়, রাঙামাটি বান্দরবানে বিশ্ববিদ্যালয় হলে তা কখনোই খুব একটা লাভজনক হবে না। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতেই হবে। একমুখী শিক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সিদ্ধান্ত সঠিক কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হবে বহুমুখী। এক্ষেত্রে একমুখী হলে জাতি গঠন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। উচ্চশিক্ষাকে বহুমুখী ও উত্তরাধুনিক মানসম্পন্ন করার জন্য জাতীয় সম্পদের বিশাল অংশ ব্যয় করলেও ভয়ের কিছু নেই। কেননা, পরবর্তী পর্যায়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতির সম্পদ হবে এবং কেজো মেধাকর্মীরা বিশাল সম্পদ আহরণ করতে পারবে। যা জাতি গঠনে কাজে লাগবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি এবং জাতি গঠন প্রক্রিয়া সমন্বিত হোক। সরকার বিশাল গণসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত জনগণ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করবে। সরকারের উচিত হবে ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করা। এবং প্রতিটা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করা। জাতীয় শিক্ষাকে গণসম্পৃক্ত করতে পারলেই শিক্ষানীতি সাফল্য লাভ করবে এবং কমিউনিটি পার্টিসিপেশন নিশ্চিত হবে। ফলে দায়ভার কমিউনিটির ওপর ন্যস্ত করার প্রক্রিয়াও চালু করা যাবে। সরকারের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে গণচাহিদা ও গণসম্পৃক্ততার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে আশা করি। কামনা করি, জাতীয় শিক্ষানীতির পুনর্নির্মাণ ও বাস্তবায়ন সফল হোক।

ড. ইশা মোহাম্মদ : *অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়*

জাতীয় শিক্ষাকে গণসম্পৃক্ত করতে পারলেই শিক্ষানীতি সাফল্য লাভ করবে এবং কমিউনিটি পার্টিসিপেশন নিশ্চিত হবে। ফলে দায়ভার কমিউনিটির ওপর ন্যস্ত করার প্রক্রিয়াও চালু করা যাবে। সরকারের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার সঙ্গে গণচাহিদা ও গণসম্পৃক্ততার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে আশা করি। কামনা করি, জাতীয় শিক্ষানীতির পুনর্নির্মাণ ও বাস্তবায়ন সফল হোক।